ভোরের কাগজ

FEB. 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা .. 9 কলাম ...

এ এক অভিনব প্রতারণা

২৬ নভেম্বর ২০০১। ক্যাম্পাসে (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে একটি র‍্যালি হচ্ছিল। ক্যাম্পাস সচল করার দাবিতে লোক প্রশাসনের তিন শিক্ষার্থী এসেছিল ফরম ফিলাপ করতে। তারাও মনের আনন্দের র‍্যালিতে যোগ দিলো। রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে এসে যখন স্লোগান দিচ্ছিল কয়েক তরুণ তখন ওরা একরাশ বিস্ময় ও হতাশা নিয়ে র‍্যালি ত্যাগ করে। ওদের ভেতর একজন ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছিল 'এতো বোকা হলাম কিভাবে? ছাত্রলীগ অবরোধ ডেকেছে, ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মিছিল-সমাবেশ করার অপরাধে (?) পুলিশত ও প্রশাসনের হাতে নাজেহাল হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ক্যাম্পাসে নেই, সাধারণ ছেলেরাও হলে ওঠেনি— এ রকম অবস্থায় ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে ছাত্রী তো নেই-ই, সেখানে এই ছাত্ররা কারা হতে পারে তা কেন আমার মাথায় ঢুকেলো না!' পুনরায় একই ঘটনা ঘটলো ২০০২-এর ১২ জানুয়ারি। সেদিনও ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ব্যানারে র‍্যালি নয়, মিছিল হলো। মিছিল শেষে দেখা গেলো তাদের গন্তব্য শহীদ আবদুর রব, আলাওলা হলসহ শিবির নিয়ন্ত্রিত হলগুলো। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার (চ.বির ছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতা) নামকরণকৃত হলে রাজাকারের ঘাঁটি। সত্যিই, যথার্থই প্রতিদান পেলো সেই শহীদ, ২০০১-এর নির্বাচনে এদেশের জনগণের কাছ থেকে।

এতো গেলো ছোটখাটো প্রতারণার কথা। এই রাজাকার ছাত্র সংগঠন সবচেয়ে অভিনব ও ন্যক্কারজনক এক প্রতারণার আশ্রয় নিলো গত ১৩ জানুয়ারি ২০০২। চ.বির সাধারণ শিক্ষার্থীরা বর্তমান অচলাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই 'সাধারণ ছাত্রছাত্রী ঐক্য পরিষদ'-এর ব্যানারে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সকাল ৮টায় সমবেত হয়। সমাবেশটি পরে মৌন মিছিল আকারে যাত্রা শুরু করে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অভিমুখে। উদ্দেশ্য জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান।

মৌনমিছিল চলাকালে শিক্ষার্থীদের মাঝে গুঞ্জন উঠলো— 'এই ব্যানারে অর্ধেকের বেশি তো শিবিরের ছেলে! সব কাজ তো ওরাই করছে।' চমকে ওঠার মতো কথা। অতি দুঃখ ও কষ্টের হলেও সেটাই সত্যি। সেই মিছিলে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল শিবির। পুরো মিছিলটি পরিচালিত হচ্ছিল তাদের তত্ত্বাবধানে। অতি সযত্নে চাতুর্যের সঙ্গে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলো। প্রতারণা করলো শিক্ষার্থীদের সরল বিশ্বাসের সঙ্গে। ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন লিফলেট বিতরণ করতে গেলে তারা লিফলেট প্রদানে বাধা প্রদান করে। ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন কর্মীকে বলা হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু কর্মীরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি উপলব্ধি করে বিবৃতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী প্রহসনমূলক ব্যানারটি বুঝতে পেরে নিজের বোকামির জন্য নিজের ওপরই ক্ষেপে ওঠে। ঘৃণা জন্মে যায় নিজের ওপরই। অনেকে র‍্যালির মাঝ পথ থেকে সরে যায়। র‍্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর যখন প্রকৃত কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীর হাতে ব্যানার ধরিয়ে দেওয়া হলো, তখন উপস্থিত বেশকিছু শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাপারটির সত্যতা স্পষ্ট হওয়ায় তারা ক্ষোভে, দুঃখে ও হতাশায় র‍্যালি ত্যাগ করে বাকি কার্যক্রমে অংশ না নিয়েই। র‍্যালিতে কিছু ছেলে মাহমুদুজ্জামান বাবুর গাওয়া আমি বাংলার গান গাই.... গানটির কথা পরিবর্তন করে গাইছিল আমি চ.বির কথা বলি, আমি চ.বির গান গাই ...... আমি চ.বির মুখ দেখি। শুনে র‍্যালিতে অংশ নেওয়া এক ছাত্র তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে উঠলো 'চ.বি ছাড়া আর কিসের মুখ দেখবি তোরা। সারা বাংলাদেশে ওটাই তো তোদের একমাত্র স্বাধীনভূমি।' শিবির কর্তৃক ১৩ জানুয়ারির এই প্রতারণা ধিক্কারের জন্ম দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে। কারণ তারা ব্যবহৃত হয়েছে শিবিরের হাতে। তাদের দাবিটাকে তারা শিবিরের চাতুর্যপূর্ণ কৌশলের কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সমগ্র চ.বিতে আগ্রাসন চালিয়েও তারা ক্ষান্ত হয়নি, শেষ পর্যন্ত প্রতারণার আশ্রয় নিলো সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও। এটা শিবিরের এক নতুন রূপ। যা ধরতে ও বুঝতে পারেনি অনেক শিক্ষার্থী। কারণ গত ৫ বছরে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী-সমর্থকদেরই চিনেছে, শিবিরের নয়। এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছে শিবির। নিজেদের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের গায়ে 'সাধারণ শিক্ষার্থী' লেবেল লাগিয়ে তারা র‍্যালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রতারণার এই অভিনব কৌশল সম্পর্কে এক শিক্ষার্থীর মন্তব্য— 'আসলে ওরা বুঝতে পেরেছে যে গত ৫ বছরে চ.বিতে ওদের অবস্থান আর আগের মতো নেই। বর্তমানে শুধু রাজনীতি করা ছেলেমেয়ে নয়, সাধারণ ছেলেমেয়েরাও ওদের কতোটা তীব্র ঘৃণা করে। তাই ওরা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। তার প্রমাণ আজকের মৌন মিছিল।'

রেহানা শ্রাবন্তী, রানী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।